দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 09 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ .....

চট্টগ্রামের সেই অধ্যক্ষের দুর্নীতির সত্যতা মিলেছে

■ আজহার মাহমুদ, চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রাম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের (সিএমএসসি) অধ্যক্ষ আবু বকর মজুমদারের বিরুদ্ধে ওঠা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এদিকে দুর্নীতির অভিযোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাকে মাস খানেক আগে ভোলায় বদলির আদেশ দিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার তিনি সেখানে যোগ দিয়েছেন। এত বড় অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শুধুমাত্র বদলির আদেশে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অভিযোগকারী শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীরা।

তদন্তে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্ত লঙ্ঘন করে নিবন্ধন ছাড়া অবৈধভাবে অধ্যক্ষের স্ত্রী আমেনা বেগমকে নিয়োগদান, শিক্ষকদের কাছ থেকে ৫ লাখ ৪০ হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণ, পিপিআর লঙ্ঘন ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ২০ লাখ টাকা দামের গাড়ি ক্রয়, প্রয়াত প্রভাষক আবু ইসমাইল মো. আশরাফুল হকের বীমার অর্থ পরিশোধের জন্য তার স্ত্রীর কাছ থেকে উৎকোচ চাওয়া, উৎকোচ না পেয়ে সহকারী লাইব্রেরিয়ানকে চাকরি হতে বরখাস্ত ও প্রাথমিক শাখায় অতিরিক্ত বই থেকে কমিশন বাণিজ্যের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়াও পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ছাড়া একজন কম্পিউটার অপারেটর সম্পর্কে মাউশিতে বানোয়াট তথ্য প্রেরণ ও ইনক্রিমেন্ট প্রদানে দুর্নীতির অভিযোগও প্রমাণিত হয়েছে তদন্তে।

এ ব্যাপারে তদন্ত কর্মকর্তা ও স্থানীয় সরকার বিভাগ চট্টগ্রামের পরিচালক যুগ্ম সচিব দীপক চক্রবর্তী ইত্তেফাককে বলেন, আমি তদন্ত করে প্রতিবেদন দিয়েছি। তবে তার বিরুদ্ধে আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা তা পরিচালনা কমিটিই সিদ্ধান্ত নিবে।'

এ বিষয়ে জানতে সিএমএসসি পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মো. রুহুল আমীনের মোবাইলে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

তবে পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও শিক্ষক প্রতিনিধি মুজিবুর রহমান ইত্তেফাককে বলেন, 'তদন্ত শেষ হওয়ার পর এখনো পর্যন্ত কোনো সভা হয়নি। অধ্যক্ষ মজুমদারের বিরুদ্ধে পরিচালনা পরিষদ আর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে কিনা তা পরবর্তী সভায় জানা যাবে। বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেছেন। মন্ত্রণালয় ফেরত চিঠিতে তদন্ত প্রতিবেদনে যেসব সুপারিশ করা হয়েছিল তা বিভাগীয় কমিশনারকে বাস্তবায়নের জন্য বলেছেন।'